বাওয়া'র বর্ণাঢ্য আয়োজনে মুখর পার্থবাসী

আরিফুর রহমান খাদেম

প্রফেসর রুহুল সেলিম

'বাওয়া' "BAAWA" মানে Bangladesh-Australia Association of Western Australia. ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার এক ছোট্ট বাংলাদেশের নাম। দেশীয় কোন্দল ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম সংগঠন হিসেবে বাওয়া গত তিন যুগেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, খেলাধুলা, মানবিক ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করে আসছে। একইসাথে ধারণ করে চলেছে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সাহিত্য ও কালচার। ১৯৮২ সালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভের পর হাঁটাহাঁটি পা পা করে বাওয়া এখন এক সফল সংগঠন হিসেবে অধিষ্ঠিত। বর্তমানে বাওয়ার সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত এবং নির্বাহী সদস্য ১৭ জন। প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে বাওয়ার কমিটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও অরাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি পার্থের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সংগঠনটিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে।

অন্যান্য বছরেরে মত গত অর্থ বছরেও বাওয়া ২৪টি সফল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে- বার্ষিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, বৈশাখী মেলা ও উদযাপন, একুশে মেলা, জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস মেলা, জেমসের কনসার্ট, ঈদ পূনর্মিলনি, ইফতার পার্টি, বনভোজন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ফুটবল, দাবা, ক্যারাম, টেনিস, টেবিল টেনিস ইত্যাদি)। তাছাড়া বাওয়া সাভারে রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে অর্থ তহবিলেরও আয়োজন করে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ছিল বাওয়ার জীবনের এক বিশেষ রাত। বাংলা সংস্কৃতি বা বাংলাদেশকে মনে ধারণ করার রাত। পার্থবাসীর মতে, বিভিন্ন বয়সের স্থানীয় শিল্পীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দেশীয় সংস্কৃতির এত বড় বর্ণাঢ্য আয়োজন তারা অতীতে উপভোগ করেনি। ঘড়ির কাটায় রাত

যখন ৭টা, পার্থের রিক্সন থিয়েটার প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ। এর ঠিক ১০ মিনিট পরই পার্থে বেড়ে উঠা ছোট্ট সোনামণিদের কণ্ঠে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ধ্বনিত হওয়া বিশ্বকবির লেখা আমাদের সকলের প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' হলের ৬০০ দর্শকের মনকে এক অনাবিল আবেগের খাঁচায় বন্দী করে দেয়। শিশুরা তাদের সুরেলা কণ্ঠে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীতও পরিবেশন করে। তারপর বাওয়ার সভাপতি প্রফেসর রুহুল সেলিম ও বিশেষ অতিথির বক্তব্যের পরপরই এক ঝাঁক শিশুর অভিনয়ে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' অবলম্বনে এক বিশেষ নাটক।

তারপর পর্যায়ক্রমে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে হারানো দিনের দেশাত্মবোধক ও জনপ্রিয় গান, নাচ, ছড়া, নৃত্য, স্বাধীনতা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মজার মজার নাটিকা হল ভর্তি দর্শকদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে, যা পার্থবাসী আজীবন মনে রাখবে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, ঘটনাবলি ও বিষয়াদির উপর নানা রকম প্রামাণ্য চিত্রও স্থান পায় এ বিশেষ সন্ধ্যায়। প্রযুক্তির এ যুগে প্রোজেক্টরের সফল ব্যবহারও দর্শকদের বেশ আকর্ষণ করে। বিশেষকরে স্টেজ পার্ফরম্যান্সের পাশাপাশি এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির উপর ভিত্তি করে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো দেখে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনে হয়েছে সবাই বুঝি স্বদেশেই আছি। আয়োজকরা তাদের এ নিখুঁত কারুকাজ ও উদ্যোগের জন্য সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

arifurk2004@yahoo.com.au